দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৮/২/৭৮ ... .
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

161

মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাইমারী স্কুলের হাজারো সমস্যা। প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের হাতে নেয়ার পরেও সমস্যার খুব একটা হের-ফের ঘটছে না। গ্রাম-গ্রামান্তরের দলাদলি, থানা শিক্ষা অফিসের তালবাহানা আর এই সেই ঝামেলা যেন লেগেই আছে। গ্রাম-গ্রামান্তরের প্রাইমারী শিক্ষকরা এখন কিছুটা সচ্ছল থাকার কথা। তারা রেশনও পান কিন্তু তাতেও গোলযোগ কমছে না। রেশন নিয়ে, বদলী নিয়ে, নিয়মিত বেতন পাওয়া নিয়ে, এমন কি প্রশ্নপত্র পাওয়া নিয়েও ঝামেলা হয়। সব ব্যাপারেই থানা শিক্ষা অফিসার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এবং তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনেরই কথা। কিন্তু এই শিক্ষা অফিসাররা কোন ভূমিকা পালন করেন সেটা অনেক সময়ই বোঝা দায় হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হয় ঝামেলা সৃষ্টির ব্যাপারেও তাদের ভূমিকা কারও চেয়ে কম যায় না। তবে মনে হয় সবচেয়ে বেশি ঝামেলায় আছে মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি। এককালে এই বিদ্যালয়গুলি পৌরসভার আওতায় ছিল—এখন সরকারী আওতায়। সরকারী আওতায় যাবার পর মহানগরীর প্রাইমারী স্কুলের ঝামেলা আরও বেড়েছে। এখন আর টেবিল, চেয়ার বা শিক্ষকের অভাবই বড় কথা নয়। এখন বড় কথা হচ্ছে শিক্ষকদের চাকরির স্থায়িত্ব, নিয়মিত বেতন, আর শিক্ষা অফিসারদের খবরদারী। এই ঝামেলায় বিদ্যালয়গুলিতে এখন শান্তি নেই। হরহামেশা শিক্ষকেরা বদলী হচ্ছেন। পড়াশুনার মান ব্যাহত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়ার পাট প্রায় উঠে গেছে।

শোনা যাচ্ছে নতুন পৌরসভা মহানগরীর প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিকে আবার নিজেদের অধীনে আনবেন। এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে কিনা বা হলেও বা কবে হবে সে কথা জানা যায়নি। তবে আমরা এটুকুই শুধু আশা করব যে মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে পৌরসভা কিছু একটা করবেন। সিদ্ধান্ত যাই হোক তাড়াতাড়ি নেবেন। কারণ শিক্ষার মূলে এ অবস্থা চলতে পারে না, চলা উচিত নয়।